



22302 - এমন ক'ছা নারী যাদরে সাথে কোন কোন অবস্থায় ববাহ বন্ধন জায়যে; আর কোন কোন অবস্থায় জায়যে নয়

প্রশ্ন

ইসলামে ক' এমন ক'ছা অবস্থা আছে যযে, ক'ছা অবস্থায় যযে নারীর সাথে ববাহ জায়যে; আবার ক'ছা ক'ছা অবস্থায় একই নারীর সাথে ববাহ জায়যে নয়?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

হ্যাঁ; এমন ক'ছা অবস্থা রয়েছে। নীচে ক'ছা উদাহরণ পশে করা হলো যাতযে বিষয়টি পরস্কার হয়:

১। ইদ্দত পালনরত নারীকে অন্য কোন পুরুষ বয়যে করা হারাম। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং নরদ্ষিট কাল পূরণ না হওয়া পরযন্ত ববাহ বন্ধনরে সংকল্প করো না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৫] এ বধিনরে গূঢ় রহস্য হলো সযেই নারী গরভবতী হওয়া থকে নরীপদ না হওয়া। যার ফলে একজনরে পানরী সাথে অন্যজনরে পানরী মশ্রিণ ঘটবে এবং বংশ পরচিয়যে জটলিতা তরী হবযে।

২। ব্যভচারী নারীকে বয়যে করা; যদ' তার ব্যভচাররে কথা জানতে পারে; যতক্ষণ পরযন্ত না সযেই নারী তাওয়া করে ও তার ইদ্দত শযে হয়। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং ব্যভচারিণী নারী— তাকে ব্যভচারী অথবা মুশরকি ছাড়া কডে বয়যে করে না। আর মুমনিদরে জন্য তা হারাম করা হয়যেযে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩]

৩। যযে পুরুষ তার স্ত্রীকে তনি তালাক্ব দয়যেযে সযেই নারীর অন্যত্র সঠকিভাবে বয়যে হওয়া এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাস করা ছাড়া তাকে বয়যে করা হারাম। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “তালাক্ব দুইবার... যদ' তাকে তালাক্ব দযে” অর্থাৎ তৃতীয় বার। তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য হালাল হবযে না, যতক্ষণ না সযে অন্য এক স্বামীকে বয়যে করে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩০]

৪। (হজ্জ-উমরার) ইহরামরত নারীকে বয়যে করা হারাম, যতক্ষণ না সযে নারী ইহরাম থকে হালাল হন।

৫। দুই বোনকে একত্রে বয়যে করা। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং দুই বোনকে একত্রে ক' করা” [সূরা নসিা, আয়াত:



২৩] অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার ফুফুক এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বয়ি করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা কোন নারী ও তার ফুফুর মাঝে (বয়িরে ক্ষত্রে) একত্রতি করবে না এবং কোন নারী ও তার খালার মধ্যে একত্রতি করবে না” [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বধানে হতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যদি তোমরা এটিকর তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করবে”। আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো এ কারণে ছিন্ন হবে যহেতে সতীনদরে মাঝে ঙ্গিষা থাকে। তাই যদি সতীনদরে একজন অন্যদরে রক্তরে সম্পর্করে আত্মীয়া হয়; তাদরে মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন ঘটবে। তবে যদি একজনকে তালাক্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং তার ইদ্দত শেষে হয়ে যায় তখন তার বোন, ফুফু বা খালাকে বয়ি করা জায়যে; সেই অনষ্টিটটি অটুট না থাকার কারণে।

৬। চারজনরে অধিক নারীকে একত্রে বয়ি করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাহলে (সাধারণ) নারীদের মধ্যে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কথিবা চারজনকে বয়ি কর।” [সূরা নসিা, আয়াত: ৩] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল এবং তাদরে চারজনরে অধিক স্ত্রী ছিলি তাদরেকে চারজন রেখে বাকীদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেয়ার নরিদশে দিয়েছিলি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।